নিজের ঘর
মিঠু ঘোষাল

দৃশ্য - ১

চিরন্তন তার প্রেমিকা ঝুম্পাদের বাড়িতে আসে। তাকে দরজা খুলে দেয় ঝুম্পার জ্যেঠতুতো দিদি সুমিত্রা। সে চিরন্তনকে জানায় যে ঝুম্পার বাবা,মা বিয়ে বাড়ি গেছেন। পরীক্ষা থাকায় ঝুম্পা যেতে পারেনি। ঝুম্পাকে সঙ্গ দিতে সে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে এটাও সে জানিয়ে দেয় যে ঝুম্পা ডেন্টিস্টের কাছে গেছে। তখন, চিরন্তনও ডেন্টিস্টের চেম্বারে গিয়ে ঝুম্পার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

লোকেশান - ঝুম্পাদের বাড়ি/ডে/ইনটিরিয়র, একসটিরিয়র।

আর্টিস্ট - চিরন্তন, সুমিত্রা।

(ক)

চিরন্তন সিগারেট খেতে খেতে হেঁটে আসছে। একটা বাড়ির সামনে এসে, সিগারেটটা ফেলে দিলো।

(খ)

সুমিত্রা একটা তোয়ালে কাঁধে নিয়ে স্বগতোক্তি করলো - ''বড্ড বেলা হয়ে গেলো। স্নানটা সেরে নিই।''

এমন সময় ডোর বেল বাজলো।

(গ)

সুমিত্রা - (দরজাটা খুলে দিয়ে, হেসে বললো) ''চিরন্তন! এসো।''

চিরন্তন - (ভেতরে ঢুকে এসে) ''আরে, সুমিত্রা যে! অনেক দিন পর। ইয়ে, ঝুম্পা নেই?''

সুমিত্রা - ''না।'' (ঘুরে হাঁটতে হাঁটতে)

চিরন্তন - ''কাকু, কাকীমা?'' (সুমিত্রাকে অনুসরণ করতে করতে)

সুমিত্রা - ''কেউ নেই।'' (চিরন্তনের দিকে ঘুরে)

চিরন্তন - ''সব গেলো কোথায়?''

সুমিত্রা - ''কাকীমার সেজো বোনের ছেলের বিয়ে - সেই পায়রাডাঙ্গায়। কাকু-কাকীমা আপাতত ওখানেই আছেন দিন কতকের জন্য। ঝুম্পার পরীক্ষা বলে যেতে পারলোনা। তাই, আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে চলে এসেছি ওর দেখাশোনার জন্য।''

চিরন্তন - ''তা ও গেলো কোথায়?''

সুমিত্রা - ''ডেন্টিস্টের কাছে। কাল সারা রাত ঘুমোতে পারেনি। দাঁতের যন্ত্রনায় ছটফট করেছে বেচারি।''

চিরন্তন - ''দাঁতের প্রবলেমটা ওকে খুব জ্বালাতন করছে।''

সুমিত্রা - ''তা ঠিক। যাক, তুমি বসো। একটু চা করি।'' (সুমিত্রা পিছন ফেরে)

চিরন্তন - ''না। না। তার কোনও দরকার নেই। আমি বরং একটু ঐ ডেন্টিস্টের ওখানেই যাই। ওর সংগে দেখা হয়ে যাবে।''

সুমিত্রা - ''অ্যাস ইউ উইশ। কিন্তু, কোন্ -ডাক্তারের চেম্বারে ও গেছে, সেটা জানো কি?'' (সুমিত্রা ঘুরে দাঁড়ায়)।

চিরন্তন - ''অফকোর্স!''

দৃশ্য - ২

চিরন্তন ঝুম্পার সঙ্গে দেখা করবে বলে বেরিয়েও বৃষ্টির জন্য ফিরে আসে। তাকে দরজা খুলে দেয় স্নানরতা, তোয়ালে পরিহিতা সুমিত্রা। সে চিরন্তনকে ঝুম্পার ঘরে বসতে বলে। কিন্তু, বজ্রপাতের প্রচন্ড শব্দ তাদের দুজনকে খুব কাছে এনে দেয়।

দেহ মিলন শেষে অনুতপ্ত চিরন্তন চলে যায়। তার পরনের গেঞ্জিটা থেকে যায় সুমিত্রার কাছে। এদিকে তখন ডাক্তার দেখিয়ে ঝুম্পাও ফিরছে। চিরন্তনের সংগে তার মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়। সে চিরন্তনকে ডাকে। কিন্তু, চিরন্তন কোনও কথা না বলে চলে যায়।

লোকেশান - ডেন্টিস্টের চেম্বার,ঝুম্পাদের বাড়ি/ডে/ইনটিরিয়র, একসটিরিয়র।

আর্টিস্ট - চিরন্তন, সুমিত্রা, ঝুম্পা।

কস্টিউম - চিরন্তন - প্যান্ট,শার্ট। সুমিত্রা - তোয়ালে। ঝুম্পা - সালোয়ার কামিজ।

(ক)

ঝুম্পা মোবাইল হাতে নিয়ে রিং করছে।

(খ)

খাটের ওপর পড়ে থাকা একটা মোবাইল সমানে বেজে চলেছে।

(গ)

সুমিত্রা স্নান করছে।

(ঘ)

ঝুম্পা ফোনটা কেটে দিয়ে স্বগোতোক্তি করলো ''আরে, সুমিদি ফোনটা তুলছেনা কেন? স্নান করতে গেছে বোধহয়!''

(ঙ)

সুমিত্রা স্নান করছে।'

এমন সময় ডোর বেল বাজলো।

সুমিত্রা স্বগোতোক্তি করলো ''এখন আবার কে এলো রে বাবা! একটু শান্তিতে স্নানও করতে দেবেনা কেউ!''

সুমিত্রা একটা তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে, অন্য একটা তোয়ালে কাঁধে ফেলে রেখে বেরোয়। দরজাটা খোলে। '

সুমিত্রা - ''এ কি! চিরন্তন! একেবারে কাক ভেজা ভিজে গেছো। ভেতরে এসো। ভেতরে এসো।''

চিরন্তন ঢুকলো। তার সারা শরীর ভিজে।

চিরন্তন - ‘‘বাইরে বড্ড বৃষ্টি পড়ছে। যাওয়া গেলোনা। তাই ফিরে এলাম আর কি!’
সুমিত্রা - ‘‘বেশ করেছো। ভালো করেছো। এই নাও তোয়ালেটা দিয়ে গাটা একটু মুছে নিয়ে ঝুম্পার ঘরে গিয়ে বসো। আমি স্নানটা সেরে নিয়ে আসছি।’’
সুমিত্রা কাঁধ থেকে তোয়ালে নিয়ে চিরন্তনকে দেয়।
(চ)
আমরা বজ্রপাতের ছবি দেখাই।
(ছ)
সুমিত্রা ভয় পেয়ে চিরন্তনকে জড়িয়ে ধরে।’
(জ)
ঝুম্পা বসে আছে। ’কেউ একজন বলে‘‘নেকস্ট পেসেন্ট ঝুম্পা সেন!’’
ঝুম্পা ঘাড় ঘুরিয়ে বলে ‘‘এই যে আমি।’’ ঝুম্পা উঠে যায়।
(ঝ)
টেবিলের ওপর ঝুম্পার একটা ছবি আছে। ক্যামেরা সেখান থেকে মুভ করতে থাকে খাটের দিকে। খাটে চাদরের নীচে চিরন্তন সোজা হয়ে শুয়ে আছে। সুমিত্রা তার বুকের ওপর শুয়ে আছে। চিরন্তন হঠাৎ উঠে পড়ে।
মেঝে থেকে নিজের শার্টটা তুলে নেয়।
(ঞ)
চিরন্তন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। গায়ে বিছানার চাদরটা জড়িয়ে সুমিত্রা দৌড়ে আসে।
সুমিত্রা - ‘‘তোমার গেঞ্জিটা!’’
সুমিত্রা একটা গেঞ্জি বাড়িয়ে ধরে। চিরন্তন দৃকপাত না করেই বেরিয়ে যায়।
(ট)
ঝুম্পার মুখোমুখি পড়ে যায় চিরন্তন।
ঝুম্পা - ‘‘ তুমি কখন এলে? চলে যাচ্ছো কেন?’’
চিরন্তন তার দিকে একবার আড় চোখে তাকিয়ে চলে যায়।
ঝুম্পা হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।